সংশোধিত

রিসালা নং ৫৯

রহস্যময় ভিক্ষুক

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

MADANI CHANNEL
দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনা
MAKTABA TUL MADINAH

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩
সম্পদ দ্বারা ঔষধ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আরোগ্য নয়	১২
(২) কবরের অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া	১৪
হারাম সম্পদের দান-খয়রাত কবুল হয় না	১৭
হারাম লোকমার ধ্বংলীলা	১৭
(৩) বাঁকা কবর	১৭
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে	১৯
(৪) লাশ উঠে বসে গেল	১৯
সুদের নিন্দায় চারটি হাদীস	২০
(৫) কবর বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ ছিল	২২
দাঁড়ি মুন্ডানোর মজুরী নেওয়া হারাম	২৩
হারাম সম্পদের শরয়ী বিধান	২৩
ইছারের (আত্ম ত্যাগের) মাদানী বাহার	২৪

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" **(আল কওলুল বদী)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রহস্যময় ভিক্ষুক [১]

শয়তান আপনাকে লাখো বাধা দিবে, তবুও এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ পাঠ করে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মক্কা-মদীনার সরদার, মাহবূবে গাফ্ফার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিনের তার ভয়াবহতা এবং হিসাব-নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সে-ই হবে, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকবে।"

(ফিরদাউসুল আখবার, ৫ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] কিছু কাল পূর্বে এ বাস্তব ঘটনাটি গুজরাটের এক সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। আমি ঘটনাটিকে খুবই শিক্ষণীয় হিসেবে পেলাম। তাই যতটুকু স্মৃতিতে ধরে রাখতে পেরেছি এবং কিছুটা নিজস্ব ভঙ্গিতে ঘটনাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেন ইসলামী ভাই-বোনদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় অর্জিত হয়। ------ সগে মদীনার عُفِيَ عَنْهُ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন: একদিন আমি আউলিয়া কেরামের পদধুলিতে ধন্য নগরী মুলতান শরীফে সায়্যিদুনা গাউস বাহাউল হক ওয়াদ্দীন জাকারিয়া মুলতানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নূরানী মাজারে সালাম আরজ করতে উপস্থিত হলাম। ফাতিহা ইত্যাদির পর যখন চলে আসছিলাম তখন আমার দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপর গিয়ে পড়ে, যিনি দোয়ায় মশগুল ছিলেন। আমি অবাক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। দীর্ঘকায়, কিন্তু শরীরটি অত্যন্ত দুর্বল, আর চেহারায় উদাসীনতার ভাব ছেয়ে আছে। কৌতুহলী হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে যাবার কারণ ছিল যে, লোকটির গলায় পানিভর্তি একটি পাত্র ছিল। যাতে সে তার ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ডুবিয়ে রেখেছিল। তার চেহারার দিকে গভীর ভাবে দেখতেই কিছু পরিচয়ের চিহ্ন পেলাম। আমি তার (দোয়া থেকে) অবসর হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। যখন সে দোয়া শেষ করল তখন আমি তাকে সালাম দিলাম। সালামের জবাব দিয়ে সে আমার দিকে ভালভাবে দেখল এবং আমাকে চিনে ফেলল। তার শুষ্ক ঠোঁটে কিছুক্ষণের জন্য সামান্য মুচকি হাসি ফুটে উঠে কিন্তু তা নিমিষেই শেষ হয়ে যায়। পুনরায় সে আগের মতই উদাসীন হয়ে গেল। আমি তার গলায় পানির পাত্র ঝুলানো এবং তাতে আঙ্গুল ডুবিয়ে রাখার কারণ জানতে চাইলাম। এতে সে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে এক দীর্ঘশ্বাস টেনে বলতে আরম্ভ করল:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

আমার ছোট একটি মুদির দোকান ছিল। একবার এক ভিক্ষুক এসে আমার কাছে ভিক্ষার হাত বাড়াল। আমি একটি মুদ্রা বের করে তার হাতে তুলে দিলাম। সে দোয়া করতে করতে চলে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় দিনও এলো আর অনুরূপ মুদ্রা নিয়ে চলে গেল। এখন সে প্রতিদিন আসতে লাগল আর আমিও কিছু না কিছু তাকে দিতে রইলাম। কখনও কখনও সে আমার দোকানে কিছুক্ষণের জন্য বসতো এবং তার দুঃখের কিছু কাহিনীও আমাকে শোনাত। তার মর্মবেদনা ও দুঃখের কথা শুনে তার প্রতি আমার মায়া হত। এমনিভাবে তার প্রতি আমার প্রচুর সমবেদনা সৃষ্টি হল এবং আমাদের মাঝে এক ধরনের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল। দিন অতিবাহিত হতে লাগল। একবার নিয়মের ব্যতিক্রম করে কয়েকদিন পর্যন্ত তাকে দেখা গেলনা। আমার মনে তার জন্য চিন্তা সৃষ্টি হল, হয় তো সে বেচারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কেননা, সে তো এরূপ বিলম্ব আজ পর্যন্ত কখনো করেনি। আমি তার ঘর কখনো দেখিনি, তবে এতটুকু অবশ্যই জানতাম যে, সে শহরের বাইরে নির্জন প্রান্তরে একটি কুড়ে ঘরে একাই থাকে। এবার আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম, অবশেষে তার কুড়ে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। যখন ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন দেখতে পেলাম, চারিদিকে পুরাতন কাপড়ের টুকরা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক পাশে কিছু ভাঙ্গা থালা বাসন রাখা আছে। মোটকথা, ঘরটির দরজা-জানালা, আসবাবপত্রসহ যেন শোচনীয় অভাবও দৈন্য দশার কথা নীরবে বলে যাচ্ছিল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

এক পাশে সে একটি ভাঙ্গা চৌকির উপর শায়িত ছিল। সে খুবই অসুস্থ ছিল এবং দেখে মনে হচ্ছিল, যেন এক্ষুণি তার প্রাণ বায়ু বের হয়ে যাবে। সালাম দিয়ে আমি তার চৌকির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে চোখ খুলল। আমার দিকে তাকাতেই তার চোখে সামান্য আলো আসল। তার পাশে বসার জন্য ইশারা করল। আমি বসে গেলাম। অতি কষ্টে সে মুখ খুলল আর মৃদু স্বরে বলল: "ভাই! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার সাথে অনেক প্রতারণা করেছি।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: তা কীভাবে? সে বলতে লাগল: আমি তোমাকে আমার যে সব দুঃখ-কষ্টের কাহিনী বলেছি, তা সবই মনগড়া (অবান্তর)। আর এভাবেই মনগড়া দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে আমি লোকদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতাম। এখন যেহেতু বাঁচার আর কোন উপায় দেখছি না, তাই তোমার নিকট আসল কথা খুলে বলছি:

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করি, বিয়েও করি, বাচ্চাও হয়েছে, কিন্তু আমি কর্মবিমুখ (কর্মচোর) হয়ে যাই এবং আমার মধ্যে ভিক্ষা করার অভ্যাস গড়ে উঠলো। এ হীন আয়ের টাকার প্রতি আমার স্ত্রীর প্রচন্ড ঘৃণা ছিল। এ কারণে আমাদের মাঝে প্রায় ঝগড়াবিবাদ লেগেই থাকত। আস্তে আস্তে সন্তানেরা যুবক হলো। আমি তাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করলাম। তারা উচ্চ পদে চাকরিও পেয়ে গেল। এখন তারাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে লাগল। সার্বক্ষণিক তারা জোর দিত আমি যেন ভিক্ষা করা ছেড়ে দিই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

কিন্তু আমি আমার অভ্যাস ছাড়তে পারলাম না। ধন-সম্পদের প্রতি আমার প্রচণ্ড ভালবাসা ছিল। আর বিনা পরিশ্রমে উপার্জিত হওয়া সম্পদকে আমি ত্যাগ করতে চাইছিলাম না। পরিশেষে আমাদের বিরোধ চরম আকারে পৌঁছলো এবং আমি স্ত্রী-সন্তানদেরকে বিদায় জানিয়ে এই নির্জন প্রান্তরে কুড়ে ঘরটি বেঁধে নিলাম।

এতটুকু বলার পর সে কাপড়ের টুকরার একটি স্তুপের দিকে ইশারা করল, যা কুড়ে ঘরের এক কোণায় ছিল। আর বলল: এখান থেকে কাপড়ের টুকরাগুলো সরিয়ে নাও। এর নিচে তুমি চারটি বস্তা দেখতে পাবে। তম্মধ্যে একটি বস্তার মুখ খুলে দাও। আমি তাই করলাম। যেইমাত্র আমি বস্তার মুখ খুললাম তখন আমার চোখগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই পুরো বস্তার মধ্যে টাকার নোট বান্ডিলে বান্ডিলে ভাঁজ করে রাখা হয়েছিল। আবার তাও এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্কের ছিল। এখন ঐ ভিখারীকে আমার নিকট খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছিল, সে বলতে লাগল: "এই চারটি বস্তাই এভাবে টাকার বান্ডিলে ভর্তি রয়েছে। হে আমার ভাই! দেখ আমি তোমার উপর ভরসা করে আমার সকল রহস্য ফাঁস করে দিলাম। এখন তোমাকে আমার অসিয়ত মত কাজ করতে হবে, করবে তো!" আমি আশ্বাস দিলে তখন সে বলল: "দেখ! আমি এই সম্পদকে খুব ভালবেসেছি। এর জন্য আমি আমার ভরা সংসারটা ধ্বংস করেছি। কখনো ভাল খাবার খায়নি, উত্তম পোষাক পরিধান করিনি। ব্যাস্! শুধু এগুলো দেখে দেখেই আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি .....।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অতঃপর একটু থেমে বলল: "টাকার বান্ডিলের কয়েকটি উঠিয়ে আমাকে দাও সেগুলোকে একটু আদর করে নিই।" আমি বস্তার মধ্য থেকে কয়েকটি টাকার বান্ডিল বের করে তাকে দিলাম। তার চোখ একবারে আলোকময় হয়ে গেল এবং সে তার কম্পমান হাতে সেগুলো নিয়ে নিজের বুকের উপর রেখে দিল এবং বার বার চুমু খেতে লাগল। প্রতিটি বান্ডিলে চুমু খেত আর চোখের সাথে লাগাতে রইল আর বলে যাচ্ছিল, আমার অসিয়ত একটি বিশেষ অসিয়ত এবং এটা তোমাকে অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। আর তা হল: আমার সারা জীবনের পুঁজি অর্থাৎ- টাকার এই চারটি বস্তা যেভাবেই হোক আমার সঙ্গে দাফন করে দিতে হবে। আমি ওয়াদা করলাম। সে অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বান্ডিলগুলোকে চুমু দিচ্ছিল। হঠাৎ তার কণ্ঠ থেকে ভয়ানক এক চিৎকার বের হয়ে শূণ্যে বিলিন হয়ে গেল। ভয়ে আমি থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। তার বান্ডিলসহ হাত চৌকির নিচের দিকে ঢলে পড়লো। বান্ডিলগুলো হাত থেকে পড়ে গেল। আর মাথাটি অন্যদিকে ঢলে পড়ল এবং তার প্রাণবায়ূ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নিলাম। অতঃপর তার বুক ইত্যাদির উপর থেকে এবং নিচে থেকে নোটগুলো একত্র করে সেই বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললাম। বস্তার মুখ ভালভাবে বন্ধ করে দিয়ে চারটি বস্তা আমি আগের মত কাপড়ের টুকরার নিচে লুকিয়ে রাখলাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

তারপর কিছু লোক সাথে নিয়ে তাকে দাফনের ব্যবস্থা করলাম। আর বিভিন্ন বাহানায় কবরটিকে বড় করে খনন করে তার অসিয়ত অনুযায়ী সেই চারটি বস্তা তার সাথে দাফন করে দিলাম।

কিছু দিন পর আমার ব্যবসায় ক্ষতি হতে লাগলো এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে আসল, আমি ঘটনাক্রমে একজন ঋণগ্রস্থ হয়ে গেলাম। পাওনাদারদের দাবীতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হল। ঋণ পরিশোধ করার কোন উপায় আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ একদিন আমার সেই পুরানো রহস্যময় ভিক্ষুক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। আর আমার বোকামীর জন্য বার বার আফসোস হচ্ছিল। কেন আমি তার অছিয়ত পালন করতে গিয়ে এতগুলো টাকা তার সাথে দাফন করে দিলাম। নিশ্চয় মৃত্যুর পর তার সেই সম্পদ তার কবরে কোন উপকার আসার কথা নয়। আমি যদি সেই সম্পদগুলো রেখে দিতাম, তাহলে আজ অবশ্যই সম্পদশালী হয়ে যেতাম। তাছাড়া শয়তান আমাকে আরো কু-পরামর্শ দিতে লাগল যে, এখনও তেমন কিছু হারায়নি। কবরে এখনও সেই সম্পদ মজুদ থাকতে পারে। আমি তো আজ এ পর্যন্ত কারো কাছে এই গোপন কথা বা রহস্য প্রকাশই করিনি। আমি তো কৌশল করেই বস্তাগুলো দাফন করেছিলাম। সেগুলো এখনও কবরে অক্ষত আছে। শয়তানের এই কু-পরামর্শ আমার মধ্যে কিছুটা সাহস যুগিয়েছে। আমি সংকল্প করলাম, যা কিছুই হোকনা কেন, টাকার সেই বস্তাগুলো আমি অব্যশ্যই সংগ্রহ করবো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

এক রাতে কোদাল ইত্যাদি নিয়ে আমি কবস্থানে পৌঁছে যাই। আমি যখন তার কবরের পাশে দাঁড়ানো ছিলাম, তখন চারিদিকে নীরবতা ও ভয়ানক নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। আমার মন কোন অজানা ভয়ের কারণে অতি মাত্রায় ধড়ফড় করছিল। আমি ঘামে ভিজে যেতে লাগলাম। পরিশেষে সব সাহস একত্রিত করে আমি তার কবরে কোদাল চালিয়ে দিলাম। দুই/ তিন বার কোদাল চালানোর পর আমার মন থেকে ভয় প্রায় চলেই গিয়েছিল। কিছুক্ষণ কষ্ট করার পরই আমি সুযোগমত একটি ছিদ্র করতে সক্ষম হলাম। এখন শুধু কবরের ভিতরে হাত ঢুকানোই বাকি ছিল। কিন্তু পুনরায় আমার সাহস বিদায় নিতে লাগলো। ভয় ও আতঙ্কের কারণে আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। বিভিন্ন ধরণের ভীতিপ্রদ কল্পনা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। মনও চিৎকার করে করে বলছিল: "ফিরে যাও এবং হারাম সম্পদ দ্বারা নিজের আখিরাতকে ধ্বংস করোনা।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার লোভ-লালসা প্রাধান্য পেল। ধনী হবার সোনালী স্বপ্ন পুনরায় আমার মনে দুঃসাহস জন্মালো, এখন আরেকটু সাহস কর, উদ্দেশ্য তো হাতের কাছেই। হায়! সম্পদের নেশা আমাকে মন্দ পরিনতি সম্পর্কে একেবারে উদাসীন করে দিল এবং আমি আমার ডান হাত ছিদ্র দিয়ে কবরের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিলাম! আর বস্তাগুলো এখনো খুঁজছিলাম; (হঠাৎ) আমার হাতে আগুনোর টুকরা চলে আসল! অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণায় আমার মুখ দিয়ে এক বিকট চিৎকার বেরিয়ে আসল এবং কবরস্থানের ভয়ানক নিঃর্জনতায় বিলীন হয়ে গেল।

www.dawateislami.net

এক নিঃশ্বাসেই হাতটি কবর থেকে বের করে ফেললাম। আর খুব দ্রুত দৌড়ে পালালাম। আমার হাতটি মারাত্মকভবে ঝলসে গিয়েছিল এবং আমার অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছিল। আমি অনেক কান্নাকাটি করে করে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাওবা করেছি। তবুও হাতের যন্ত্রণা গেলনা, এ পর্যন্ত অনেক ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসাও করেছি, কিন্তু হাতের যন্ত্রণা কমেনি। তবে, পানিতে আঙ্গুল ডুবিয়ে রাখলে সামান্য আরাম পাই। এ কারণে সর্বদা হাত আপন ডান হাত পানিতে ডুবিয়ে রাখি।"

লোকটির এই হৃদয় বিদারক কাহিনী শুনে দুনিয়ার প্রতি আমার মন একেবারে অনাসক্ত হয়ে গেল। পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আমার প্রচুর ঘৃনা সৃষ্টি হল। হঠাৎ পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি আমার স্মরণে আসলো:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। (১) তোমাদেরকে সম্পদের অধিক কামনা উদাসীন করে রেখেছে। (২) যেই পর্যন্ত তোমরা কবর সমূহের মুখ দেখেছো। **(পারা- ৩০, সূরা- তাকাছুর, আয়াত- ১,২)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? সম্পদের ভালবাসা কী ধরণের ধ্বংস ডেকে আনল। ভিক্ষুকটি নিজের হারাম সম্পদগুলোকে চুমু খেতে খেতে মরল, আর তার বন্ধু এই হারাম সম্পদগুলো অর্জন করতে গিয়ে বিপদে পড়ল। **আল্লাহ্ তাআলা** এই রহস্যময় ভিক্ষুকের এবং তার বন্ধুর গুনাহ্গুলো ক্ষমা করুন। আর তাদের উভয়কে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন এবং এই দোয়াগুলো আমরা গুনাহগারদের পক্ষেও কবুল করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জাহাঁ মেঁ হেঁ ইবরত কে হার সো নমুনে,
মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ্গ্ ও বো নে।
কভী গওর সে ভি ইয়ে দেখা হে তো নে,
জু আবাদ থে উহ মহল আব হেঁ সোনে।
জাগা জী লাগানে কি দুনিয়া নিহিঁ হে,
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নিহিঁ হে।

সম্পদ দ্বারা ঔষধ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আরোগ্য নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত হৃদয় কাঁপানো কাহিনীতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। ধন-সম্পদের লোভ-লালসায় সর্বদা মত্ত থাকা লোকদের জন্য, সম্পদ আহরণের লোভ যাদেরকে হারাম-হালালের পার্থক্যজ্ঞানশূণ্য করে দিয়েছে তাদের জন্য, ব্যবসা ও কর্মব্যবস্ততার অজুহাতে নামাযের জামাআত বর্জনকারী ব্যক্তিদের জন্য বরং যারা একেবারেই নামায আদায় করে না তাদের জন্য,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

জীবনের প্রশান্তি যারা কেবল ধন-সম্পদের মাঝেই খুঁজে বেড়ায় তাদের জন্য শিক্ষাই শিক্ষা রয়েছে। মনে রাখবেন! সম্পদ দিয়ে ঔষধ ক্রয় করা যায়, কিন্তু আরোগ্য লাভ করা যায় না। সম্পদ দিয়ে বন্ধু পাওয়া যায় কিন্তু বিশ্বস্থতা পাওয়া যায় না। ধন-সম্পদ ধ্বংসের কারণও তো হতে পারে, অপরদিকে তা দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকানো কখনও সম্ভব নয়। ধন-সম্পদ দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করা অবশ্য সম্ভব, কিন্তু তা দিয়ে সম্মান লাভ করা মোটেও সম্ভব নয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রহস্যময় ভিক্ষুকটির লোমহর্ষক ঘটনাটিতে পেশাদার ভিক্ষুকদের জন্যও অনেক অনেক শিক্ষণীয় মাদানী ফুল রয়েছে। মনে রাখবেন! পেশাস্বরূপ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। যে ব্যক্তি শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত ভিক্ষা করে, সে ব্যক্তি যেন নিজের জন্য জাহান্নামের আগুন ভিক্ষা করছে। এই পথে যে যত বেশি মুদ্রা উপার্জন করবে, সে তত বেশি জাহান্নামের (আগুনের) হকদার হতে থাকবে। এই বিষয়ে চারটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

চারটি (৪) হাদীসে মোবারকা: (১) "যে ব্যক্তি লোকজনের কাছে ভিক্ষা করে, অথচ তার নিকট এখনও অভাব আসেনি, এত সন্তান-সন্ততিও নেই যে, তাদের ভরণ-পোষন করতে সে অক্ষম, কিয়ামতের দিন সে এভাবে উপস্থিত হবে তার মুখে কোন মাংস থাকবেনা।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫২৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(২) যে ব্যক্তি বিনাপ্রয়োজনে ভিক্ষা করে, সে যেন আগুনের টুকরা ভক্ষণ করে। (আল মুজামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫০৬, দারূ ইহ্ইয়ায়িত তুরাছিল আরবি, বৈরূত) (৩) যে সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ভিক্ষা করে, সে আগুনের টুকরা ভিক্ষা করে। এখন চাই সে ভিক্ষা কম করুক বা বেশি। (সহীহ মুসলিম, ৫১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৪১, দারূ ইবনে হাযম, বৈরুত) (৪) যে ব্যক্তি মানুষের কাছে এই জন্য ভিক্ষা করে যে, নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করবে (আর প্রকৃতপক্ষে) তবে তা হল জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর। এখন তার স্বাধীনতা রয়েছে, চাই অল্প ভিক্ষা করুক কিংবা বেশি। (আল ইহসান বিতারতীবি সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৮২, দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

(২) কবরের অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া[২]

জনৈক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত ভাবে আদায় করত। সম্পদশালী হওয়ার পাশাপাশি সে দানশীলও ছিল। গরীব-দুঃখী ও বিধবাদের অকাতরে সাহায্য করত। অনেক এতিম ছেলে-মেয়েদের বিয়েও দিয়েছে (এবং) হজ্বও করে ছিল। ১৯৭৩ ইংরেজি সনের কোন এক সকালে তার ইন্তেকাল হয়। অত্যন্ত মিশুক ও সৎ চরিত্র হওয়ার কারণে এলাকাবাসী তার প্রতি খুবই প্রভাবিত ছিল।

---

[২] হৃদয় বিদারক এই ঘটনাটি বাস্তবিকপক্ষে "নাওয়া-ই-ওয়াকদ" ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে কিছু পরিবর্ধনসহকারে নিজের মত করে পেশ করলাম। ---- সগে মাদীনা عُفِيَ عَنْهُ

www.dawateislami.net

তাই এলাকাতে শোকের ছায়া নেমে আসে, তার জানাযাতেও লোকের যথেষ্ট ভীড় ছিল। সকলেই কবরস্থানে আসল, কবর খনন করে প্রস্তুত করা হল। যে মাত্র লাশটি কবরে রাখার জন্য গেল এমন সময় এক ভয়ানক বিপদ চলে আসল! হঠাৎ কবরটি নিজে-নিজেই বন্ধ হয়ে গেল। সবাই হতবাক হয়ে গেল! দ্বিতীয় বার কবর খনন করা হল। যখন লাশটি কবরে রাখার জন্য গেল তখন পুনরায় কবরটি নিজে-নিজেই বন্ধ হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলে হতবাক ও পেরেশান হয়ে গেল। আরও এক-আধবার এরূপ হল, শেষ পর্যন্ত চতুর্থবারে দাফন করতে সক্ষম হল। ফাতেহা পাঠ করে সবাই ফিরতে লাগল। এখনও তারা কয়েক পা সামনে অগ্রসর হয়েছে মাত্র, কিন্তু এমন অনুভব হল যেন ভূমিকম্পে জমিন জোরেশোরে দুলছে। লোকেরা তৎক্ষণাৎ পিছনে ফিরে একটি ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পেল! আহ! কবরটিতে ফাঁটল ধরে গিয়েছিল, সেগুলো দিয়ে অগ্নিশিখা আর ধোঁয়া বের হচ্ছিল। আর কবরের ভিতর থেকে চিৎকারের আওয়াজ স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল। হৃদয় বিদারক এই দৃশ্য দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে গেল। যে যেদিকে পথ পেল পালিয়ে বাঁচল। এতে লোকেরা হতবাক ও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিল। কারণ, বাহ্যিকভাবে লোকটি নেককার, দানশীল ও চরিত্রবান ছিল। শেষ পর্যন্ত তার এমন কী দোষ ছিল? যার কারণে সে এরূপ ভয়ানক কবরের আযাবের শিকার হয়ে গেল! খোঁজ-খবর নেওয়ার পরে জানা গেল,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

লোকটি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিল, মা-বাবা তাকে উচ্চশিক্ষিত করিয়েছিল। যখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হল, তখন কোন রকম সুপারিশ কিংবা ঘুষের জোরে সে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়। তার জীবনে ঘুষের বন্যা বইতে লাগল। ঘুষের টাকায় ফ্ল্যাট ক্রয় করল, খুব ভাল মোটা অংকের ব্যাংক ব্যালেন্সও করে নিল। সে টাকায় হজ্বও আদায় করল। সমস্ত দান-সদকাও এই হারাম টাকা দিয়ে করত। আমরা মহাপরাক্রমশালী **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তি ও গযব থেকে তার নিকট মুক্তি কামনা করছি।

হুসনে জাহের পর আগর তো জায়েগা,
আলমে ফানী সে ধুকা খায়েগা।
ইয়ে মুনাক্কাশ সাঁপ হে ডস জায়েগা,
কর না গফলত এয়াদ রাখ পচ্তায়েগা।
এক দিন মরনা হে আখের মওত হে,
কর লে জু করনা হে আখের মওত হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? হারাম সম্পদ উপার্হনকারী কি ধরণের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল। মনে রাখবেন! হাদীস শরীফের বিধান অনুযায়ী, ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী। (আল মুজামুল আওসত লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস-২০২৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

হারাম সম্পদের দান-খয়রাত কবুল হয়না

হারাম সম্পদ দ্বারা যদি কোন নেক কাজও করা হয়, সেগুলো কবুল হয় না। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র। আর তিনি পবিত্র সম্পদই কবুল করেন। যেমন- **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করে এবং (তা) সদকা করে, (তবে) তার থেকে কবুল করা হবেনা। আর তা থেকে যদি সে ব্যয় করে, তার জন্য তাতে কোন বরকত হবেনা এবং সে যদি এমন সম্পদ পরিত্যক্ত রেখে মারা যায়, তবে সেটা তার জন্য দোজখের পাথেয় হবে। **(শরহুস সুন্নাহ লিল বাগভী, ৪র্থ খন্ড, ২০৫, ২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস-২০২৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)**

হারাম লোকমার ধ্বংসলীলা

বর্ণিত রয়েছে; আদম সন্তানের পেটে যখন হারাম লোকমা পড়ে, তখন আসমান-জমিনের সকল ফেরেশতা তার উপর লানত করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই লোকমা তার পেটে বিদ্যমান থাকবে। আর যদি (সে) ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)**

(৩) বাঁকা কবর

১৪১১ হিজরীর ২৭শে জামাদিউল আউয়াল তারিখে এক পুলিশ অফিসারের লাশ রাওয়ালপিন্ডি রিত আমরাল কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হল।

www.dawateislami.net

লাশটি যখন কবরে রাখা হচ্ছিল তখন (দেখা গেল) কবরটি হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল! প্রথমে লোকেরা কবর খননকারীদের দোষ দিল। অন্যত্র কবর খনন করা হল। লাশটি যখনই রাখতে যাচ্ছিল কবরটি পুনরায় বাঁকা হয়ে গেল। এখন লোকজনের মনে শঙ্কা সৃষ্টি হল। তৃতীয় বারেও এমনই হল। আশ্চর্যজনকভাবে কবরটি এমন বাঁকা হয়ে যেত, দাফন করার কোন সুযোগই থাকত না। আর শেষে জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলে মিলে মৃতের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করল এবং পঞ্চম কবরে তাকে দাফন করার সিদ্ধান্ত হল। অতএব পঞ্চমবারে কবর বাঁকা হওয়া সত্ত্বেও জবরদস্তি করেই লাশটি কবরে রেখে দেওয়া হল। আমরা মহাপরাক্রমশালী **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তি ও গযব থেকে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আজল নে না কিসরা হি ছোড়া না দারা,
ইসি সে সিকান্দর সা ফাতিহ ভি হারা।
হার এক লে কে কিয়া কিয়া না হাসরত সিধ্হারা,
পড়া রহ গয়া সব ইউঁহি ঠাটা সারা।
জাগা জী লাগানে কি দুনিয়া নিহিঁ হে,
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নিহিঁ হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পুলিশ অফিসারের এই মর্মান্তিক ঘটনাটিতে শিক্ষাই শিক্ষা রয়েছে। **আল্লাহ্ তাআলা** ভাল জানেন, এই পুলিশ অফিসারের কী কী গুনাহ্ ছিল, যার কারণে তাকে লোকজনের জন্য শিক্ষার মাধ্যম করে দেয়া হল। যাদের পদ, উচ্চাসন ও ক্ষমতার লোভ রয়েছে তারা যেন এই বর্ণনাটি গভীরভাবে লক্ষ্য করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

হযরত সায়িদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্র মাহুবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দশজন মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, অতঃপর তাদের মীমাংসার দায়িত্ব পালন করতে থাকে, লোকেরা তার মীমাংসা পছন্দ করুক না করুক, কিয়ামত দিন তাকে তার হাত কাঁধের সাথে বাঁধা অবস্থায় উঠানো হবে। সে যদি দুনিয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** কর্তৃক নাযিলকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে, ঘুষও না নিয়ে থাকে, জুলুমও না করে থাকে, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে মুক্ত করে দিবেন। সে যদি **আল্লাহ্**র নাযিলকৃত বিধি-বিধানের বিপরীত মীমাংসা করে থাকে, ঘুষ নিয়ে থাকে, পক্ষপাতিত্ব করে থাকে, তাহলে তার বাম হাত ডান হাতের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তবে সে পাঁচ শত বছরেও জাহান্নামের তলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে না।"

(আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১৫১, দারুল মারিফত, বৈরুত)

(৪) লাশ উঠে বসে গেল

জাওহরাবাদের (টান্ডুআদম) একজন কাপড়-ব্যবসায়ীর মর্মান্তিক কাহিনী শুনে কেঁপে উঠুন! সংবাদ পত্রের ভাষ্য অনুযায়ী কবরস্থানে একটি লাশ নিয়ে আসা হল। ইমাম সাহেব যখন জানাযার নামাযের নিয়্যত বাঁধলেন, লাশটি উঠে বসে গেল!

www.dawateislami.net

লোকেরা ভয়ে পালাতে লাগল। ইমাম সাহেবও নিয়্যত ভেঙ্গে ফেললেন এবং কিছু লোকের সহযোগিতায় লাশটিকে আবার শুইয়ে দিলেন। (এভাবে) তিনবার লাশটি উঠে বসল। ইমাম সাহেব লাশটির আত্মীয়-স্বজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত ব্যক্তিটি কি সুদখোর ছিল? তারা ইতিবাচক (হ্যাঁ বলে) উত্তর দিল। জবাব শুনে ইমাম সাহেব জানাযার নামায পড়াতে অস্বীকার করলেন! লোকেরা যখন লাশটি কবরে রাখল, তখন কবরটি মাটিতে ধ্বসে গেল। এতে লোকজন লাশটিকে মাটি ইত্যাদি দিয়ে ফাতেহা না পড়েই ঘরে ফিরে গেল। আমরা মহাপরাক্রমশালী **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তি ও গযব থেকে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

সূদ ও রিশওয়ত মেঁ নহোসত হে বড়ি
অওর দোযখ মেঁ সাজা হোগী কড়ি।

সুদের নিন্দায় চারটি হাদীস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী গুনাহের মন্দ পরিণতি নিয়ে ভয় করার জন্য এবং সুন্নাতে ভরা রাস্তা অনুযায়ী চলার প্রেরণার জন্য বান্দাদেরকে দেখানো হয়ে থাকে। কখনও কখনও শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে প্রকাশ কৃত শাস্তির দৃশ্যাবলী ছাড়াও আরো ভয়ঙ্কর শাস্তির ধারাবাহিকতাও ওসব গুনাহ্গারদের জন্য হতে পারে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত ব্যক্তিকে 'সুদখোর' হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

বাস্তবিক পক্ষে সুদেরও অনেক অমঙ্গল জনক দিক রয়েছে। তা বুঝার জন্য চারটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন: (১) সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে: "**রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী এবং সুদের কাগজ পত্র লেখক, সুদের সাক্ষী সকলের উপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন: তারা সবাই সমান (অপরাধী)।" (সহীহ্ মুসলিম, ৮৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৫৯৮, দারূ ইবনে হাযম, বৈরুত) (২) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে রয়েছে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সুদ হচ্ছে তিয়াত্তরটি (৭৩টি) গুনাহের সমষ্টি। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হালকা (বা ছোট গুনাহ) হচ্ছে মানুষ তার আপন মায়ের সাথে যিনা (ব্যভিচার) করা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৭৪, ২২৭৫, উভয় হাদিসের সংক্ষিপ্তসার) (৩) মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি জেনে শুনে সূদের একটি মাত্র দিরহাম (মুদ্রা) ভক্ষণ করবে, তা ছত্রিশ (৩৬) বার যিনা (ব্যভিচার) করার চেয়েও মারাত্মক। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২০১৬, দারূল ফিকর, বৈরুত) (৪) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মেরাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের পেট ছিল গৃহসাদৃশ (ঘরের মত)। তাতে সাপ ছিল, যেগুলোকে পেটের বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা সুদখোর।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৭১,৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৭৩, দারূল মারিফত, বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: যদি বর্তমানে (কারো) পেটে সাধারণ একটি ক্রিমি হয়, তার সুস্থ্যাস্থতা নষ্ট হয়ে যায়, মানুষ অস্থির হয়ে যায়। তাহলে বুঝে নিন, যখন তার পেট সাপ বিচ্ছুতে ভরে যাবে, তখন তার কষ্ট ও অস্থিরতার অবস্থা কেমন হবে। **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে এর থেকে আশ্রয় চাই।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

(৫) কবর বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ ছিল

কোন গ্রামে এক নাপিতের মুমূর্ষু অবস্থা চলছিল। লোকেরা তাকে বলল: 'কলেমা পড়' ।[১] সে কোন জবাব দিল না। (লোকেরা) আবার বলল: 'কলেমা পড়'। মৃত্যুর কষ্টের কারণে সে আল্লাহর পানাহ কলেমা শরীফকে গালমন্দ করে বসল।[২] কিছুক্ষণ পর সে মারা গেল। যখন লোকেরা তাকে দাফন করতে যাচ্ছিল, তখন (এই দৃশ্য দেখে) তাদের বুকফাটা চিৎকার বেরিয়ে আসল।

---

[১] তালকীনের এ পদ্ধতিটি ভূল। সঠিক পদ্ধতি হল, মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে উঁচু আওয়াজে কলেমা শরীফ পাঠ করতে থাকুন যেন তার স্মরণে এসে যায়।

[২] বাহারে শরীয়াত ৪র্থ খন্ডের ১৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র পানাহ! তার মুখ থেকে কুফরী বাক্য বের হলে, তবে তার উপর কুফরীর হুকুম বর্তাবে না। খুব সম্ভবত মৃত্যুর কঠোরতার ফলে বিবেক লোপ পেয়েছে এবং অচেতন অবস্থায় এ বাক্য বের হয়েছে।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফা বৈরুত)

www.dawateislami.net

কারণ, তার কবরটি বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ ছিল। সেই কবরটি লোকেরা ভরাট করে দিয়ে অন্য স্থানে কবর খনন করল। হায়! এই কবরটিও বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ ছিল। অতএব, এ অবস্থাতেই তার লাশটি কবরে রেখে কবর বন্ধ করে দেওয়া হল। আমরা মহা পরাক্রমশালী **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তি ও গযব থেকে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দাঁড়ি মুন্ডানোর মজুরী নেওয়া হারাম

যেসব (মুসলমান) নাপিত দাঁড়ির মত মহান সুন্নাতকে **আল্লাহ্**র পানাহ! মুন্ডানোর মাধ্যমে কিংবা এক মুষ্ঠি হতে ছোট করার মত ভয়ঙ্কর গুনাহ করার মাধ্যমে রোজগার করে থাকে, তারা যেন এ মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাছাড়া এটাও মনে রাখবেন! এ ভাবে যে টাকা উপার্জন হয়, সেগুলোও হারাম ও নিকৃষ্ট মন্দ। সাথে সাথে যারা দাঁড়ি মুন্ডায় কিংবা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করে, তারাও যেন **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তিকে ভয় করে। কারণ, তাদের এই কাজটি হারাম। 'ওয়াকারুল ফতোওয়া ১ম খন্ডের, ২৫৯ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে: "দাড়ি মুন্ডানো হারাম। এ কাজটি (নিজে) করাও হারাম, অপরকে দিয়ে করানোও হারাম। এ কাজের মজুরী নেওয়াও হারাম।"

হারাম সম্পদের শরয়ী বিধান

হারাম সম্পদের দুইটি অবস্থা রয়েছে: (১) ঐ হারাম সম্পদ যা চুরি, ঘুষ, আত্মসাৎ এবং এ ধরনের অন্য কোন উপায়ে হস্তগত হয়ে থাকে, আর তা উপার্জনকারী মূলতঃ এর মালিকই নয়।

www.dawateislami.net

আর এ ধরনের সম্পদের ব্যাপারে শরীয়াত মতে ফরজ হল, যার সম্পদ তাকে ফেরত দিতে হবে। সে যদি (জীবিত) না থাকে, তবে তার ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দেবে। আর তাদেরকেও পাওয়া না যায়, তাহলে সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া কোন (শরয়ী) ফকীরকে দান করে দেবে। (২) দ্বিতীয়ত সেই হারাম সম্পদ, যা হস্তগত করার কারণে অবৈধ মালিকানা অর্জন হয়ে যায়। আর তা হল, সে সম্পদ যা কোন 'আকদে ফাসেদ' বা অগ্রাহ্য চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন- সুদ বা দাঁড়ি মুন্ডানো কিংবা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করার মজুরী ইত্যাদি, এরও একই হুকুম বা বিধান। কিন্তু পার্থক্য হল, এটিকে তার প্রকৃত মালিক কিংবা ওয়ারিশদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া ফরয নয়। প্রথমত (শরয়ী) ফকীরকেও সাওয়াবের নিয়্যত না করে দান করে দিতে পারেন। অবশ্য উত্তম হল; মালিক কিংবা ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংকলিত, ২৩মত খন্ড, ৫৫১, ৫৫২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি, কবর মেঁ ওয়র না সাজা হোগি কড়ি।

ইছারের (আত্ম ত্যগের) মাদানী বাহার

এক ইসলামী বোনের মাদানী বাহার সংক্ষিপ্তাকারে আরয করছি: বোম্বাই'র একটি এলাকায় তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (সোমবার ২২ সফর ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১২/০৩/২০০৭ ইং)

www.dawateislami.net

এর সমাপ্তির পর এক যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট এক নতুন ইসলামী বোন নিজের সেন্ডেল হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করল। যিম্মাদার ইসলামী বোন ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে নিজের সেন্ডেল পেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত অপর এক ইসলামী বোন যে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এখনো প্রায় সাত মাসই হয়েছিল, সে অগ্রসর হয়ে বলল যে, "দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য এতটুকু উৎসর্গ করতে পারবো না!" বারবার অনুরোধ করার মাধ্যমে নিজের সেন্ডেল প্রদান করে ঐ নতুন ইসলামী বোনকে তা নিতে বাধ্য করলেন এবং নিজে খালি পায়ে ঘরে চলে গেলেন। রাতে যখন ঘুমালেন তখন তার ভাগ্যের তারকা জেগে উঠল! কি দেখলেন, দেখলেন যে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নূরানী চেহারা মোবারক চমকিয়ে জলওয়া ফরমালেন, সাথে এক প্রবীন মুবালিল্লগে দা'ওয়াতে ইসলামী মাথায় সবুজ পাগড়ি সাজিয়ে কদম মুবারকে উপস্থিত ছিলেন। **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠল, রহমতের ফুল ঝড়তে রইল আর বাক্য কিছুটা এভাবে সজ্জিত হলো, "সেন্ডেল ইছার করার সময় তোমার মূখ থেকে নির্গত বাক্য দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য এ উৎসর্গটুকু করতে পারবো না!' আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"(এছাড়াও আমাকে আরো উৎসাহ প্রদান করেছেন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**'র 'মাদানী পরিবেশে' 'ইছার' এরও কিরূপ সুন্দর মাদানী বাহার! এছাড়া ইছার এর ফযীলতেরও কতইনা উজ্জলতা! **মদীনার তাজেদার, মক্কায়ে মুকার্‌রামার সরদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুবাসিত বাণী হচ্ছে: "যে ব্যক্তি কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা রাখে, অতঃপর এ চাহিদাকে দমন করে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন।" (ইত্তিহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি কি নিজের আখিরাতকে উন্নতির জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করার জন্য প্রতি মাসে শুধু মাত্র তিনটি দিন উৎসর্গ করতে পারবেন? ভেবে দেখার বিষয়! দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য এতটুকু উৎসর্গ করতে পারবোনা?

আল্লাহ করম এয়ছা করে তুঝ পে জাহাঁ মে,
এ্যায় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমাদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে খুব বেশী পরিমাণে ইছার করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদেরকে মদীনা মুনাওয়ারা عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তে সবুজ গম্বুজের নীচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফন ও জান্নাতুল ফিরদৌসে বিনা হিসেবে প্রবেশের অনুমতি এবং আপন মাদানী হাবীব, মক্কী মাদানী সুলতান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান করুন।

বে সবব বখ্‌শ দে না পুঁছ আমল, নাম গাফফার হে তেরা ইয়া রব।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net